বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Study Material for **4th Semester (General)**

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC – 1 D / 2D/ GE - 4 বিষয় : ভাষাতত্ত্ব

০২ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : (পর্ব – ৩)

৪৩। লেখ্য গদ্যের ক'টি ভাগ ও কী কী ?

উত্তর : লেখ্য গদ্যের দু'টি ভাগ – সাধু রীতি ও চলিত রীতি।

৪৪। সাধুভাষা কাকে বলে ?

উত্তর : কথ্যভাষার রূপটি বর্জন করে সংস্কৃত অনুসারী যে লেখ্যরূপটি উনিশ শতকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে শুধুমাত্র সাহিত্য রচনার বাহন হয়ে উঠেছিল তাকে সাধুভাষা বলা হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্য রচনাগুলি সাধুভাষার নিদর্শন।

৪৫। সাধুরীতির গদ্যের সার্থক রূপকার কাকে বলা হয় ?

উত্তর : বাংলা সাধুরীতির গদ্যের সার্থক রূপকার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪৬। বাংলা সাধুরীতির গদ্যের শ্রেষ্ঠ দুজন সাহিত্যিকের নাম লেখ।

উত্তর : বাংলা সাধুরীতির গদ্যের শ্রেষ্ঠ দুজন সাহিত্যিক হলে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র।

৪৭। চলিত ভাষা কাকে বলে ?

উত্তর : সংস্কৃত আনুগত্য বর্জন করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত রীতি, যা বর্তমানের সাহিত্য, সংবাদ, সভা-সমিতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে চলিত ভাষা বলা হয়।

৪৮। শব্দভাণ্ডার কাকে বলে ?

উত্তর : কোনও একটি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহকে শব্দভাণ্ডার বলা হয়।

৪৯। শব্দভাণ্ডার কী কী উপায়ে গড়ে ওঠে ?

উত্তর : শব্দভাণ্ডার তিনটি উপায়ে গড়ে ওঠে – উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শব্দ, অন্যান্য ভাষা থেকে গ্রহণ এবং নতুনভাবে সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে।

৫০। মৌলিক শব্দ কাকে বলে ?

উত্তর : যে সমস্ত শব্দ উত্তরাধিকারসূত্রে সরাসরি কিংবা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, শব্দভান্ডারের সেই শব্দগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে।

৫১। মৌলিক শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ?

উত্তর : বাংলা শব্দভান্ডারের মৌলিক শব্দ তিন প্রকার – তৎসম, অর্ধ-তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ।

৫২। তৎসম শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : যে সমস্ত শব্দ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে অবিকৃত ভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেই শব্দগুলিকে তৎসমশব্দ বলে। যেমন – চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি।

৫৩। তৎসম শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ?

উত্তর : তৎসম শব্দ দু প্রকার – সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম শব্দ।

৫৪। সিদ্ধ-তৎসম শব্দ বলতে কীবোঝ ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : যে তৎসম শব্দগুলি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে গুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ, সেই তৎসম শব্দগুলিকে সিদ্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন - চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি।

৫৫। অসিদ্ধ তৎসম শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : যে তৎসমশব্দগুলি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্মত নয়, সেগুলিকে অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন – কৃষাণ, ঘর, ডাল, টঙ্গ প্রভৃতি।

১৪। অর্ধ-তৎসম শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : যে সমস্ত শব্দগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে অবিকৃত ভাবে বাংলা ভাষায় তৎসম রূপে গৃহীত হওয়ার পর লোক মুখে বিকৃত হয়েছে সে শব্দগুলিকে অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ বলে। যেমন – কৃষ্ণ > কেস্ট, নিমন্ত্রণ > নেমতন্ন, গৃহিণী > গিন্নি, ক্ষুধা > খিদে প্রভৃতি।

৫৫। তদ্ভব শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত স্তরের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে শব্দগুলিকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন –

কার্য (সংস্কৃত) > কজ্জ (প্রাকৃত) > কাজ (বাংলা) ;

গাত্র (সংস্কৃত) > গাঅ (প্রাকৃত) > গা (বাংলা) ;

দ্রাখমে (গ্রিক) > দ্রম্য (সংস্কৃত) > দম্ম (প্রাকৃত) > দাম (বাংলা) প্রভৃতি।

৫৬। তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর : বাংলা মৌলিক শব্দভাণ্ডারে তৎসম ও অর্ধ-তৎসম দু'প্রকার শব্দই সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তৎসম শব্দগুলি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে, অপরপক্ষে অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি কালোচিত বিকৃতিপ্রাপ্ত ঘটেছে। যেমন –

'কৃষ্ণ' তৎসম শব্দ, কিন্তু 'কৃষ্ণ' > 'কেস্ট' হল অর্ধ-তৎসম শব্দ ;

'রাত্রি' তৎসম শব্দ, কিন্তু 'রাত্রি' > 'রাত্তির' হল অর্ধ-তৎসম শব্দ।

'শ্রী' তৎসম শব্দ, কিন্তু 'শ্রী' > 'ছিরি' হল অর্ধ-তৎসম শব্দ।

৫৭। অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর : বাংলা মৌলিক শব্দভাণ্ডারে অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব দু'প্রকার শব্দই প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে এসেছে এবং দু'প্রকার শব্দের ক্ষেত্রেই সংস্কৃতের মূলরূপ বদলে গেছে। কিন্তু তদ্ভব শব্দগুলি বাংলা ভাষা উদ্ভবের পথ বেয়ে অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে, অন্যদিকে অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি বাংলা ভাষায় তৎসম রূপে ব্যবহৃত হতে হতে লোক মুখে বিকৃতপ্রাপ্ত ঘটেছে। যেমন –

কৃষ্ণ (সংস্কৃত) > কণ্হ (প্রাকৃত) > কাহ্ন (প্রাচীন বাংলা) > কানু (বাংলা) – এটি তদ্ভব শব্দ ;
কিন্তু কৃষ্ণ > কেস্ট হল অর্ধ-তৎসম শব্দ।

৫৮। কৃষ্ণ, কেস্ট ও কানু - কীজাতীয় শব্দ লেখ।

উত্তর : কৃষ্ণ – তৎসম শব্দ।

কেস্ট – অর্ধ-তৎসম শব্দ, কারণ সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি লোক মুখে বিকৃত হয়ে 'কেস্ট' হয়েছে।

কানু – তদ্ভব শব্দ, কারণ সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি প্রাকৃত স্তরের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে – কৃষ্ণ > কণ্হ > কাহ্ন > কানু।

৫৯। আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ কাকে বলে ?

উত্তর : প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত ছাড়া অন্যান্য ভাষা থেকে যে সমস্ত শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলে। যেমন,

ইংরেজি থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি শব্দ,

আরবি থেকে আইন, আদালত, খবর প্রভৃতি শব্দ।

৬০। আগন্তুক শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ?

উত্তর : আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ মূলত দু প্রকার – দেশি আগন্তুক এবং বিদেশি আগন্তুক।

৬১। দেশি আগন্তুক শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : সংস্কৃত ছাড়া এ দেশেরই অন্যান্য ভাষা থেকে যে সমস্ত শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে দেশি আগন্তুক বা দেশি কৃতঋণ শব্দ বলে। যেমন,

হিন্দি থেকে – থানা, ঠিকানা, চিঠি

দ্রাবিড় থেকে – ইডলি, ধোসা, চুরুট প্রভৃতি।

৬২। বিদেশি আগন্তুক শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : বাংলা শব্দভাণ্ডারের যে সমস্ত শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে সরাসরি গৃহীত হয়েছে সেই শব্দগুলিকে বিদেশি আগন্তুক বা বিদেশি কৃতঋণ শব্দ বলে। যেমন,

ইংরেজি থেকে স্কুল, কলেজ, চেয়ার, টেবিল,

আরবি থেকে আইন, আদালত, খবর,

পর্তুগিজ থেকে আনারস, পেঁপে, সাবান, বালতি,

জাপানি থেকে ইমোজি, সুদোকু প্রভৃতি।

৬৩। শব্দভাণ্ডারের নবগঠিত শব্দ বা নবসৃষ্ট শব্দ বলতে কীবোঝ ?

উত্তর : শব্দভাণ্ডারের যে শব্দগুলি একাধিক ভাষার উপাদান যোগে নতুনভাবে সৃষ্ট হয়েছে বা অনুবাদের মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়েছে সেই নতুন ধরনের শব্দগুলিকে নবগঠিত শব্দ বা নবসৃষ্ট শব্দ বলা হয়। যেমন –

মাস্টার (ইংরেজি) + ই (বাংলা প্রত্যয়) = মাস্টারি।

হাফ (ইংরেজি) + মোজা (ফারসি) = হাফমোজা।

‘Mother land’ = মাতৃভূমি।

‘wrist watch’ = হাতঘড়ি।

৬৪। নবগঠিত শব্দ বা নবসৃষ্ট শব্দ কয় প্রকার ও কী কী ?

নবগঠিত শব্দ বা নবসৃষ্ট শব্দ দু প্রকার – মিশ্র শব্দ ও অনূদিত শব্দ।

৬৫। মিশ্র শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : শব্দভাণ্ডারের যে শব্দগুলি একাধিক ভাষার উপাদান যোগে নতুনভাবে সৃষ্ট হয়েছে মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়েছে সেই শব্দগুলিকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন –

মাস্টার (ইংরেজি) + ই (বাংলা প্রত্যয়) = মাস্টারি।

হাফ (ইংরেজি) + মোজা (ফারসি) = হাফমোজা।

জল (সংস্কৃত/ তৎসম) হাওয়া (আরবি) = জলহাওয়া।

৬৬। অনূদিত শব্দ বা অনূদিত ঋণ বলতে কী বোঝায় ? উদাহরণ দাও।

উত্তর : শব্দভাণ্ডারের যে শব্দগুলি বিদেশি শব্দের অনুবাদের মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়েছে সেই নতুন ধরনের শব্দগুলিকে অনূদিত শব্দ বা অনূদিত ঋণ বলে। কারণ এগুলির ক্ষেত্রেও মূলে ঋণ করা হয়েছে, তার পর অনূদিত হয়েছে। যেমন –

'Mother land' = মাতৃভূমি।

'wrist watch' = হাতঘড়ি।

****

Prepared by Dr. Ajoy Saha ,Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya